০২-০৫-১৭ প্রাতঃ-মুরলী ওম্ শান্তি "বাপদাদা" মধুবন

"মিষ্টি বাচ্চারা - বাবা তোমাদেরকে শ্রেষ্ঠ মত দিয়ে চিরকালের জন্য সুখী এবং শান্ত করতে এসেছেন। তাঁর মত অনুসারে চললে, নিজে রুহানি পড়া পড়ে এবং অন্যকে পড়ালে চিরস্বাস্থ্যবান এবং ধনবান হয়ে যাবে।"

প্রশ্নঃ- কোন্ সুযোগ সারা কল্পের মধ্যে কেবল এই সময়েই পাওয়া যায় যেটা নষ্ট করা উচিত নয়?

উত্তরঃ- রুহানি সেবা করার সুযোগ, মানুষ থেকে দেবতা বানানোর সুযোগ কেবল এখনই পাওয়া যায়। এই সুযোগকে নষ্ট করা উচিত নয়। রুহানি সেবাতে লেগে যেতে হবে, সেবাধারী হতে হবে। বিশেষ করে কুমারীদের ঈশ্বরীয় গভর্মেন্টের সেবা করতে হবে। মাম্মাকে পুরো অনুসরণ (ফলো) করতে হবে। কুমারীরা যদি বাবার হয়ে যাওয়ার পর সেই লৌকিক কাজই করতে থাকে, কাঁটাকে ফুল বানানোর সেবা না করে, তাহলে সেটাতেও বাবাকে অসম্মান করা হয়।

*গীতঃ- জাগো সজনীরা জাগো..... *

ওম্ শান্তি। সজনীদের কে বোঝাচ্ছেন? বলা হয় যে বর এসেছে কনেকে নিতে। কতজন কনে? একজন বরের এতজন কনে... এটা তো আশ্চর্যের, তাই না। মানুষ তো বলে যে কৃষ্ণের ১৬১০৮ জন রাণী ছিল। কিন্তু তা ছিল না । শিববাবা বলছেন যে আমার তো কোটি কোটি কনে আছে। আমি সব কনেদেরকেই সাথে করে মিষ্টি ঘরে নিয়ে যাব। কনেরাও বোঝে যে বাবা পুনরায় আমাদেরকে নিয়ে যেতে এসেছেন। জীব-আত্মারা হল কনে। তাদের হৃদয়ে আছে যে বর এসেছে শ্রীমৎ দিয়ে আমাদেরকে সাজিয়ে দিতে। মতামত তো সবাই দেয় - পুরুষ স্ত্রীকে দেয়, বাবা সন্তানকে দেয়, সাধু তার শিষ্যদেরকে দেয়। কিন্তু ইনার মত তো সকলের থেকে আলাদা। তাই একে শ্রীমৎ বলা হয়। বাকি সব হল মানুষের মত। ওরা সবাই নিজের শরীর নির্বাহ করার জন্য মত দেয়। সাধু সন্ত সবাই নিজের শরীর নির্বাহ করতে ব্যস্ত। তারা সবাই ধনী হওয়ার মত দেয়। সাধু কিংবা গুরুদের মতকেই সবথেকে ভালো বলে মানা হয়। কিন্তু তারাও নিজের পেটের জন্য কত সম্পত্তি জমা করে। কিন্তু আমার তো নিজের শরীরই নেই। আমি আমার পেটের জন্য কিছু করিনা। তোমরাও নিজের পেট নিয়েই চিন্তা করো। ভাবো যে আমরা মহারাজা মহারানী হব। সবাই নিজের পেট নিয়েই চিন্তা করে। কেউ হয়তো বার্লির রুটি খাচ্ছে, আবার কেউ অশোক হোটেলে খাচ্ছে। সাধুরা সম্পত্তি জমা করে বড় মন্দির বানায়। কিন্তু শিববাবা তো শরীর নির্বাহ করার জন্য কিছুই করেন না। তোমাদেরকেই সবকিছু দেন - সর্বদা সুখী করার জন্য। তোমরাই চির-স্বাস্থ্যবান এবং ধনবান হবে। আমি তো এইরকম হওয়ার জন্য পুরুষার্থ করিনা। আমি তো অশরীরী। আমি তোমাদেরকে অর্থাৎ সন্তানদেরকে সুখী করার জন্যই আসি। শিববাবা তো নিরাকার। বাকি সকলেরই পেটের চিন্তা থাকে। দ্বাপরযুগে বড় বড় সন্ন্যাসী, তত্ত্বজ্ঞানী, ব্রহ্মজ্ঞানীরা ছিলেন। স্মরণে থাকলে তারা ঘরে বসেই সবকিছু পেয়ে যেত। পেট তো সবারই আছে। তাই সবারই খাবার প্রয়োজন। কিন্তু যোগে থাকেন বলে তাদেরকে কষ্ট করতে হয়না। তোমরা কিভাবে সর্বদা সুখী থাকতে পারবে সেই যুক্তি বাবা এখন তোমাদেরকে বলছেন। বাবা তাঁর মত দিয়ে বিশ্বের মালিক বানান। তোমরা চিরজীবী হও, অমর হও। তাঁর মতই হল শ্রেষ্ঠ। মানুষ তো অনেক মত দেয়। কেউ হয়তো

পরীক্ষাতে উত্তীর্ণ হয়ে ব্যারিস্টার হয়ে যায়। কিন্তু সেই সবই হল সাময়িক সময়ের জন্য। তারা নিজের এবং সন্তানদের পেটের জন্য পুরুষার্থ করে। বাবা এখন তোমাদেরকে শ্রীমৎ দিচ্ছেন যে বাচ্চারা, শ্রীমৎ অনুসারে চল, এই রুহানি পড়া পড়ো যার দ্বারা বিশ্বের মালিক হওয়া যায়। সবাইকে বাবার পরিচয় দাও। তাহলে বাবার স্মরণে থাকতে থাকতে চির-স্বাস্থ্যবান এবং ধনবান হয়ে যাবে। তিনি হলেন অবিনাশী সার্জেন (শল্য চিকিৎসক)। তোমরা বাবার বাচ্চারাও হলে রুহানি সার্জেন। এতে কোনো সমস্যাই নেই। কেবল মুখের দ্বারা আত্মাদেরকে শ্রীমৎ দেওয়া হয়। সর্বোত্তম সেবা তোমাদেরকেই করতে হবে। কেউ তোমাদেরকে এইরকম মত দিতে পারবে না। এখন আমরা বাবার বাচ্চা হয়েছি। তাই বাবার সেবা করব না কি লৌকিক কাজ করব। বাবার কাছ থেকে আমরা অবিনাশী জ্ঞান রত্নের ঝুলি ভরছি। শিবের কাছে গিয়ে বলে ঝুলি ভরে দাও। তারা ভাবে হয়তো ১০-২০ হাজার টাকা মিলে যাবে। যদি মিলে যায় তাহলে তার কাছে সমর্পিত হয়ে যাবে, অনেক খাতির করবে। এইগুলো সব হল ভক্তিমার্গ। এখন সবাইকে বাবার পরিচয় দাও এবং বেহদের ইতিহাস ভূগোল শোনাও। এটা খুবই সহজ। হদের ইতিহাস ভূগোলে তো কত কিছু আছে। বেহদের ইতিহাস ভূগোলে এটাই আছে যে বেহদের বাবা কোথায় থাকেন, তিনি কিভাবে আসেন এবং আমাদের অর্থাৎ আত্মাদের মধ্যে কিভাবে ৮৪ জন্মের পার্ট ভরা আছে। বেশি কিছু বোঝাতে যেও না - কেবল বাবা এবং উত্তরাধিকার। আমরা আত্মারা বাবাকে স্মরণ করে বিশ্বের মালিক হয়ে যাবো। এখন নিজে পড়ে অন্যকেও পড়াতে হবে। 'অল্ফ' কথার অর্থ 'আল্লাহ্' আর 'বে' মানে 'বাদশাহী'। এখন বিচার করো যে এই ধান্দা করবে না কি লৌকিক ধান্দা করে দুই-চারশ টাকা উপার্জন করবে। বাবা বলেন, যদি কেউ হুশিয়ার বাচ্চা হয় তাহলে আমি তার মিত্র-সম্বন্ধীকেও কিছু দিয়ে থাকি যাতে তাদের শরীর নির্বাহ হয়ে যায়। কিন্তু বাচ্চাকেও খুব ভালো, সেবাধারী হতে হবে, বাইরে-ভিতরে সাফ হতে হবে, বচন খুব মিষ্টি হতে হবে। বাস্তবে তো কুমারীদের উপার্জন মা-বাবা খায় না। বাবার হয়ে যাওয়ার পরেও ওই লৌকিক কাজ কর্মেই বেশি মনোযোগ দিলে বাবাকে অসম্মান করা হয়। বাবা বলছেন সকল মানুষকেই স্বর্গের মালিক বানাও। কিন্তু বাচ্চারা সেই লৌকিক কাজ কর্মেই ব্যস্ত থাকে। স্কুল খোলাতো সরকারের কাজ। বাচ্চাদেরকে বুদ্ধি করে কাজ করতে হবে। কোন সার্ভিস করব - ঈশ্বরীয় গভর্মেন্টের না কি ওই গভর্মেন্টের। যেমন এই বাবা জহুরীর ব্যাবসা করতেন। তারপর বড় বাবা বললেন যে এই অবিনাশী জ্ঞান রত্নের ব্যাবসা করতে হবে। এটা করলে তুমি এইরকম হবে। চতুর্ভুজেরও সাক্ষাৎকার করিয়েছেন। এখন সে বিশ্বের বাদশাহী নেবে না কি ওই ব্যাবসা করবে। এটাই সবথেকে ভালো ব্যাবসা। হয়তো আগে অনেক উপার্জন ছিল কিন্তু বাবা এর মধ্যে প্রবেশ করে মত দিয়েছেন যে বাবা এবং বাদশাহীকে স্মরণ করো। কত সহজ। ছোট বাচ্চারাও পড়তে পারবে। শিববাবা তো প্রত্যেক বাচ্চাকেই বুঝতে পারেন। এও শিখতে পারবে, যে বাহ্যযামী। শিববাবা হলেন অন্তর্যামী। এই বাবাও প্রত্যেকের মুখ দেখে, কথা শুনে, তার কাজ কর্ম দেখে সবকিছু বুঝতে পারেন। বাচ্চাদের এই রুহানী সেবার সুযোগ একবারই মেলে। তাই নিজের অন্তর থেকে এটা আসবে যে আমি মানুষ থেকে দেবতা বানাব না কি কাঁটাকে কাঁটা বানাব। বিচার করো যে কোনটা করা উচিত। নিরাকার ভগবানুবাচ - দেহ এবং দেহের সকল সম্বন্ধকে ত্যাগ কর। নিজেকে আত্মা বলে বুঝে বাবাকে স্মরণ করতে থাকো। ব্রহ্মার শরীরের দ্বারা বাবা ব্রাহ্মণদের সাথেই কথা বলেন। ওই ব্রাহ্মণরাও বলে যে - ব্রাহ্মণ দেবী দেবতায় নমঃ। ওদের জন্ম বিকারের দ্বারা, আর তোমরা হলে মুখবংশাবলী। বাবার তো এই বাচ্চাকে অর্থাৎ ব্রহ্মাকে অবশ্যই প্রয়োজন। তুমি বল কুমারকা, বাবার কতজন বাচ্চা আছে। কেউ বলে যে ৬০০ কোটি। কেউ আবার বলে কেবল ব্রহ্মা... হয়তো তোমরা ত্রিমূর্তি বল কিন্তু তাদের কাজ তো আলাদা আলাদা। বিষ্ণুর নাভি থেকে

ব্রহ্মার উৎপত্তি। আবার ব্রহ্মার নাভি থেকে বিষ্ণু। তাই তারা অভিন্ন। বিষ্ণু ৮৪ জন্ম নেয় অথবা ব্রহ্মা - কথাটা তো একই। বাকি থাকল শংকর। এমন তো নয় যে শঙ্করই হল শিব। না, ত্রিমূর্তি বলা হয়ে থাকে। কিন্তু মুখ্য বাচ্চা দুজন। এইগুলো সব হল জ্ঞানের কথা। তাই কন্যাদের ক্ষেত্রে এই সেবা করলে ভালো হবে না কি মেট্রিক ইত্যাদি পড়লে ভালো হবে? ওতে তো সাময়িক সুখ মিলবে। অল্প বেতন পাওয়া যাবে। আর এতে তোমরা ২১জন্মের জন্য মালামাল হতে পারবে। তাহলে কোনটা করা উচিত। কন্যারা তো নির্বন্ধন। অধর কন্যাদের থেকে কুমারীরা আগে যেতে পারবে। কারণ তারা পবিত্র। মাম্মাও তো কুমারী ছিল, তাই না। এতে তো টাকা পয়সার কোনো ব্যাপার নেই। তিনি কত আগে গেছেন, তাকে অনুসরণ (ফলো) করতে হবে, বিশেষ করে কন্যাদের। কাঁটাকে ফুল বানাও। ঈশ্বরীয় পড়ার সুযোগ নেওয়া উচিৎ না কি ওই পড়ার। কন্যাদের সেমিনার করা উচিত। মাতাদের তো পতির কথা স্মরণে আসে। সন্ন্যাসীদেরও অনেক কিছু স্মরণে আসে। কন্যাদের সিঁড়িতে ওঠা উচিত নয়। অনেক ক্ষেত্রেই সঙ্গের রং লেগে যায়। কোনো বড়লোকের ছেলেকে দেখে মনে ধরে গেল, আর বিয়ে করে নিল। ব্যাস, খেল খতম। সেন্টার থেকে বাইরে গেলেই খেল খতম হয়ে যায়। এটা হল মধুবন। এখানে এমনও অনেকে আসে যারা বলে আমি গিয়ে সেন্টার খুলব। কিন্তু বাইরে গিয়ে হারিয়ে যায়। এখানে জ্ঞান ধারণ করে, তারপর বাইরে গিয়ে হারিয়ে যায়। মায়ার প্রবল বিরোধিতা করে। মায়াও বলে যে বাহ! এই বাচ্চাতো বাবাকে চেনার পেরেও বাবাকে স্মরণ করে না, তাই আমিও ঘুঁষি মারব। এমন না যে বাবাকে বলবে বাবা, তুমি মায়াকে বলো আমাদেরকে যেন ঘুঁষি না মারে। এটা তো যুদ্ধের ময়দান, তাই না। একদিকে আছে রাবণের সেনা আর অন্যদিকে আছে রামের সেনা। রামের পক্ষে গিয়ে বাহাদুরীর পরিচয় দিয়ে হবে। আসুরী সম্প্রদায়কে দৈবী সম্প্রদায় বানানোর সেবা করতে হবে। যাকে তুমি লৌকিক পড়া পড়াবে, সে যখন বড় হবে তখন বিনাশ নিকটে চলে আসবে। তার নমুনা তোমরা দেখতেও পাচ্ছ। বাবা বুঝিয়েছেন, দুই খ্রিস্টান ভাই যদি মিত্রতা করে নেয় তাহলে লড়াই হবেনা। কিন্তু এইরকম হবে না। তারা তো বুঝতেই পারেনা। তোমরা বাচ্চারা এখন যোগবলের দ্বারা রাজ্য স্থাপন করছ। এরা হল শিবশক্তি সেনাদল। যারা শিববাবার কাছ থেকে ভারতের প্রাচীন জ্ঞান-যোগ শিখে ভারতকে হীরেতুল্য বানায়। বাবা কল্পের পরে এসেই পতিতদেরকে পবিত্র বানান। তোমরা সবাই এখন রাবণের জেলে আছ। শোক বাটিকাতে আছ। তাই সবাই দুঃখী। তারপর রাম এসে সবাইকে মুক্ত করে অশোক বাটিকাতে অর্থাৎ স্বর্গে নিয়ে যান। শ্রীমৎ বলে যে, কাঁটাকে ফুল এবং মানুষকে দেবতা বানাও। তোমরা হলে মাস্টার দুঃখ হরণকারী এবং সুখ প্রদানকারী। তোমাদেরকে এই কাজই করতে হবে। শ্রীমৎ অনুসারে চললেই তোমরা শ্রেষ্ঠ হবে। বাবাতো কেবল রায় দেন। তিনি বলেন, আর্জি আমার আর মর্জি তোমার। আচ্ছা -

মিষ্টি - মিষ্টি হারানিধি (সিকিলধে) বাচ্চাদের প্রতি মাতা - পিতা , বাপদাদার স্মরণ ভালোবাসা এবং সুপ্রভাত । রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদের নমস্কার।

ধারণার জন্য মুখ্য সার:-

১) সেবাধারী হওয়ার জন্য বাইরে এবং ভিতরে সাফ হতে হবে। মুখ দিয়ে খুব মিষ্টি করে কথা বলতে হবে। দেহ এবং দেহের সকল সম্বন্ধের থেকে বুদ্ধিযোগ সরিয়ে নিতে হবে। সঙ্গদোষের থেকে নিজেকে সামলে রাখতে হবে।

২) বাবার সমান মাস্টার দুঃখ হরণকারী এবং সুখ প্রদানকারী হতে হবে। রুহানি সেবা করে সত্যিকারের উপার্জন করতে হবে। রুহানি বাবার মত অনুসারে চলে রুহানি সমাজ সেবক হতে হবে।

বরদান:- শ্রেষ্ঠ কর্ম এবং যোগী জীবন দ্বারা সন্তুষ্টতার তিনটি শংসাপত্র (সার্টিফিকেট) নিয়ে সন্তুষ্টমণি হও।

শ্রেষ্ঠ কর্মের নমুনা হল নিজেও সন্তুষ্ট এবং অন্য সকলেও সন্তুষ্ট। এমন নয় যে আমি তো সন্তুষ্ট আছি, অন্য কেউ সন্তুষ্ট হোক বা না হোক। যোগী জীবনের প্রভাব সর্বদাই অন্যের ওপরে পড়ে। যদি কেউ নিজের ওপর অসন্তুষ্ট থাকে বা অন্য কেউ তার ওপর অসন্তুষ্ট থাকে তাহলে বুঝতে হবে যে যোগযুক্ত হওয়ার ক্ষেত্রে কোনো কমতি আছে। যোগী জীবনের তিনটি সার্টিফিকেট হল - এক, নিজের ওপর সন্তুষ্ট, দুই- বাবা সন্তুষ্ট, তিন- লৌকিক এবং অলৌকিক পরিবার সন্তুষ্ট। এই তিনটি সার্টিফিকেট প্রাপ্ত হলে তবেই সন্তুষ্টমণি বলা যাবে।

স্লোগান:- স্মরণ এবং সেবাতে ব্যস্ত থাকা - এটাই হল সবথেকে বড় সৌভাগ্য।